এইসব সন্দেহের সংশয়মূলক সমাধান

(Sceptical Solution of Thsee Doubts)

১। হিউমের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রথম অংশ

এই অধ্যায়ের সুরুতে হিউম বলেন যে ধর্মের প্রতি অনুরাগের মতন দর্শনের প্রতি অনুরাগের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। দর্শনের প্রতি অনুরাগের লক্ষ্য হল আমাদের আচরণের সংশোধন এবং আমাদের দোষ ত্রুটির উচ্ছেদসাধন। তবু এই অনুরাগ মনকে এমন ভাবে চালিত করতে পারে যে মন তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ অনেক কিছুই সিদ্ধান্ত করে বসতে পারে। কিন্তু এমন এক ধরনের দর্শন আছে যাকে এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, কেননা এই দর্শন মনের অনুরাগকে যথেচ্ছ চালিত হতে দেয় না এবং মনের স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রবৃত্তিকে তেমন আমল দেয় না। এটা হল পণ্ডিতসুলভ (বা জ্ঞানগর্ভ) বা সংশয়মূলক দর্শন (Academic or Sceptical philosophy)। পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা সব সময়ই সংশয়ের কথা বলেন, মতামত দেবার ব্যাপারে সংযত হতে বলেন অর্থাৎ প্রয়োজনে মতামত স্থগিত রাখার কথা বলেন। তাঁরা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপদের কথা বলেন, বোধশক্তির অনুসন্ধান ক্রিয়াকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার কথা বলেন এবং সাধারণ জীবন এবং অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন ধরনের চিন্তন বা মতবাদ গঠনের বিষয়টিকে বর্জন করার কথা বলেন। এই ধরনের দর্শন মনের আলস্য, এর হঠকারীসুলভ ঔদ্ধত্য, সুউচ্চ দাম্ভিকতা এবং কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসপ্রবণতাকে সমর্থন করে না। এই দর্শন প্রত্যেক আবেগকেই সংযত করে, কেবল মাত্র ব্যতিক্রম সত্যের প্রতি অনুরাগের ক্ষেত্রে; তবে সত্যের প্রতি অনুরাগের যে আবেগ তা কখনও চরম মাত্রার দিকে চালিত হয় না বা তাকে চালিত করা যায় না। তাই এটা বিস্ময়কর যে, এই দর্শন, যা প্রতিটি স্তরে অবশ্যই হবে অক্ষতিকারক এবং দোষমুক্ত তাকে ভিত্তিহীন নিন্দা এবং ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়। হয়ত যে অবস্থা তাকে এতখানি নির্দোষ (innocent) করে তুলেছে সেই অবস্থাই তাকে জনসাধারণের ঘৃণা এবং ক্রোধের সম্মুখীন করে তোলে।

সংশয়মূলক দর্শনের প্রকৃতি

আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই এই ভেবে যে, এই দর্শন সাধারণ জীবনের মধ্যে তার অনুসন্ধান কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করলেও সাধারণ জীবনের যুক্তিতর্ককে ছোটো করে দেখে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার সংশয় ক্রিয়াকে

Scanned by CamScanner

এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে যাতে সব রকম ক্রিয়া এবং মনন বা চিন্তনকার্য বিনষ্ট হয়ে যায়। হিউম বলেন, প্রকৃতি সব সময় তার অধিকার রক্ষা করে চলবে এবং যে-কোন অমূর্ত যুক্তি তর্কের উপর নিজের প্রাধান্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। যদিও আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে করেছি যে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সব অনুমানের ক্ষেত্রে মন একটি ধাপ অগ্রসর হয়েছে (take step), যেটি কোন যুক্তি ক্রিয়া বা বোধ প্রক্রিয়ার দ্বারা সমর্থিত নয়, তবু কোন ভয়ের কারণ নেই যে, এই অনুমানগুলি, যার উপর প্রায় সব জ্ঞান নির্ভর করে, কখনও এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এই এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে মন যদি কোন যুক্তির আশ্রয় না নিয়ে থাকে তাহলে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রামাণ্য কোন নীতি বা নিয়মের দ্বারা মন তাতে নিয়োজিত হয় এবং যতদিন পর্যন্ত মানুষের প্রকৃতি এক থাকে ততদিন ঐ নীতি তার প্রভাব রক্ষা করে চলবে। হিউমের মতে সেই নীতি বা নিয়মটি কি, তা অনুসন্ধানের যোগ্য।

আমাদের অনুমান যুক্তির দ্বারা সমর্থিত না হলেও, তারা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতির দ্বারা প্রযুক্ত হতে পারে

মনে করা যাক, একজন ব্যক্তিকে, যে বিচারশক্তি এবং মননের সবচেয়ে শক্তিশালী বৃত্তির অধিকারী, হঠাৎ এই জগতে নিয়ে আসা হয়, সে সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর নিয়ত পারম্পর্য এবং একটি ঘটনা আর একটি ঘটনাকে অনুসরণ করছে পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু সে আর অধিক কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না। সে প্রথমে কোন যুক্তির সাহায্যেই কার্য কারণের ধারণায় উপনীত হতে পারবে না। কেননা যে বিশেষ শক্তিগুলির দ্বারা সব প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেগুলি কখনও ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত হয় না; তাছাড়া এটা সিদ্ধান্ত করাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে যেহেতু একটি দৃষ্টান্তে একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার অগ্রবর্তী ঘটনা, সেইহেতু একটি কারণ অপরটি কার্য।

অভিজ্ঞতা ছাড়া কার্য-কারণের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়

তাদের সংযোগ কোন নিয়ম-নির্ভর না হতে পারে এবং আকস্মিক হতে পারে। একটির আবির্ভাব থেকে অপরটির অস্তিত্ব অনুমান করার কোন যুক্তি নাও থাকতে পারে। এক কথায় এ ধরনের ব্যক্তি, আরও অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন ঘটনা সম্পর্কে তার অনুমান বা যুক্তিকে প্রয়োগ করতে পারবে না বা তার স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের কাছে যা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত, তার বাইরে কোন কিছু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারবে না।

আবার মনে করা যাক যে সে আরও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং জগতে এত অধিক সময় থেকেছে যে পরিচিত বস্তু বা ঘটনাকে নিয়ত একত্র সংযুক্ত হতে দেখেছে।

Scanned by CamScanner

এই অভিজ্ঞতার পরিণতি কি? সে সঙ্গে সঙ্গেই একটি বস্তুর আবির্ভাব থেকে অপর একটি বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করে। তবু সে তার সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, একটি বস্তু তার যে গোপন ক্ষমতার দ্বারা অপর একটি বস্তুকে উৎপন্ন করে তার কোন ধারণা করতে পারে না বা সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না; এমনও নয় যে সেই কোন যুক্তি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অনুমান করতে পারে। যদিও তার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মানো উচিত যে ঐ ক্রিয়ার ব্যাপারে তার বোধশক্তির কোন ভূমিকা নেই, তবু সে সেই ভাবেই চিন্তা করতে থাকবে। হিউম বলেন অন্য কোন নীতি বা নিয়ম আছে যা তাকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করার জন্য প্রণোদিত করে।

অন্য কোন নিয়ম বা নীতি আছে যার জন্য সে অনুমান করতে পারে

এই নীতিটি হল রীতি বা সংস্কার বা অভ্যাস (Custom or Habit)। কারণ যেখানেই কোন বিশেষ কার্য বা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি, কোন যুক্তি বা বোধের ক্রিয়ার দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়ে সেই একই কার্য বা ক্রিয়াটিকে পুনরায় সংঘটিত করার অর্থাৎ তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবার একটা প্রবণতা সৃষ্টি করে তখন আমরা সর্বদা বলে থাকি যে, এই প্রবণতা রীতি বা সংস্কারের পরিণতি। ঐ শব্দটি প্রয়োগ করে আমরা এই ধরনের প্রবণতার চরম কারণটি নির্দেশ করার দাবী করছি না। আমরা কেবলমাত্র মানুষের প্রকৃতির একটি নীতি নির্দেশ করছি যা সার্বিকভাবে স্বীকৃত এবং যা তার কার্যের বা ফলাফলের দ্বারা সুপরিচিত।

রীতি বা সংস্কার বা অভ্যাস হল এই নীতি

সম্ভবতঃ আমরা আমাদের অনুসন্ধান কার্যকে আর বেশীদূর প্রসারিত করতে পারি না বা এই কারণের কারণ নির্দেশ করার ভাণ করতে পারি। কিন্তু এটিকেই চরম নীতি মনে করে আমরা সন্তুষ্ট হব যাকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সব সিদ্ধান্তের চরম নীতি বলে নির্দেশ করব। আমাদের বৃত্তিগুলি সীমাবদ্ধ। তারা আমাদের বেশীদূর নিয়ে যেতে পারে না। তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ না করে আমরা যে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি, এটাই আমাদের কাছে সন্তুষ্টির কারণ। হিউম বলেন এটা সুনিশ্চিত যে আমরা এখানে অন্ততঃ একটা বোধগম্য বচন উপস্থাপিত করতে পেরেছি, যদিও সেটা সত্য নয়, যখন আমরা ঘোষণা করি যে দুটি বস্তুর নিয়ত সংযোগ—উত্তাপ এবং অগ্নিশিখা, ওজন এবং ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করবার পর কেবলমাত্র রীতি বা সংস্কার বশতঃই আমরা একটির আবির্ভাব থেকে অপরটির আবির্ভাব প্রত্যাশা করার সংকল্প করি। কেন আমরা হাজারটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে একটি অনুমান করতে পারি যা আমরা একটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে করতে পারি না, যদিও ঐ একটি দৃষ্টান্ত হাজারটি দৃষ্টান্ত থেকে কোন

Scanned by CamScanner

অংশে পৃথক নয়—এই প্রকল্পটি মনে হয় একটিমাত্র প্রকল্প যা এই অসুবিধার ব্যাখ্যা দিতে পারে।

বিচারবুদ্ধি এই ধরনের কোন পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটি মাত্র বৃত্ত দেখে বিচারবুদ্ধি যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে, সেটি বিশ্বের সমস্ত বৃত্তকে পরিমাপ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তার অনুরূপ। কিন্তু কোন ব্যক্তি একটি মাত্র বস্তুপিণ্ডকে অপর একটি বস্তুপিণ্ডের দ্বারা চালিত হয়ে যখন গতিশীল হতে দেখে, কখনও অনুমান করতে পারবে না যে অন্য বস্তুপিণ্ড অনুরূপভাবে চালিত হলে গতিশীল হবে। সুতরাং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লব্ধ সব অনুমানই রীতি বা সংস্কারের ফল বা পরিণামস্বরূপ, বিচার-বুদ্ধির ফল বা পরিণাম নয়।

অভিজ্ঞতালব্ধ সব অনুমান রীতি বা সংস্কারের পরিণাম

তাহলে সংস্কার হল মানুষের জীবনের এক মহান পথপ্রদর্শক। এটি হল কেবলমাত্র সেই নীতি যেটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় করে তোলে এবং অতীতে আবির্ভূত হয়েছে এমন যে ঘটনার অনুক্রম (train) তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে ঘটনার অনুক্রম তাকে ভবিষ্যতে প্রত্যাশা করতে আমাদের প্রণোদিত করে। রীতি বা সংস্কারেব প্রভাব ছাড়া, যে সব ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত, সেগুলি ছাড়া অন্য ঘটনা সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থেকে যেতাম। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের কিভাবে সংগতি বিধান করতে হয় বা কোন কার্য উৎপন্ন করার জন্য আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় আমরা কখনও জানতে পারতাম না। সব কার্যের এবং চিন্তা বা মননের প্রধান অংশের (chief part of speculation) সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটত।

কিন্তু এখানে যেটা মন্তব্য করা উচিত হবে সেটি হল যে, যদিও আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সিদ্ধান্ত আমাদের স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে যেতে পারে এবং অনেক দূরবর্তী স্থানে এবং অনেক অতীত যুগে ঘটেছে এমন ঘটনা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা দান করতে পারে তবু কোন ঘটনা অবশ্যই সর্বদা ইন্দ্রিয়ের বা স্মৃতির কাছে উপস্থিত থাকবে যার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রথমে সিদ্ধান্তগুলি অনুমান করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারি। একজন ব্যক্তি যিনি জনপরিত্যক্ত একটি দেশে বিলাসবহুল অট্টালিকার ভগ্নাংশ দেখতে পান, তিনি তাই দেখে সিদ্ধান্ত করবেন যে দেশটি অতীতকালে সভ্য ব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কোন কিছু তার চোখে না পড়লে, তিনি কখনও এরূপ অনুমান করতে পারতেন না।

ইন্দ্রিয়ের বা স্মৃতির কাছে উপস্থিত কোন ঘটনাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হতেই হবে

Scanned by CamScanner

সোজা কথায়, যদি আমরা স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত এমন কোন ঘটনার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর না হই, আমাদের যুক্তিতর্ক হবে নিছক কল্পনামূলক এবং যতই বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করি না কেন, সমগ্র অনুমান শৃঙ্খলকে সমর্থন করার মত কোন কিছুই থাকবে না বা আমরা কখনও এর মাধ্যমে কোন বাস্তব অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ করতে পারব না।

হিউম বলেন যদি আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি কোন বিশেষ ঘটনায় বিশ্বাস কর, যে ঘটনার কথা তুমি আমার কাছে বর্ণনা করছ, তুমি অবশ্যই তার কোন কারণের কথা আমায় জানাবে এবং এই কারণ হবে অন্য কোন ঘটনা যা এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যেহেতু তুমি এইভাবে অগ্রসর হতে পার না, কেননা তাহলে অনন্ত সময় লেগে যাবে, তোমাকে শেষ পর্যন্ত কোন একটি ঘটনাতে গিয়ে থামতে হবে যা তোমার ইন্দ্রিয় বা স্মৃতির কাছে উপস্থিত বা তোমায় মেনে নিতে হবে যে তোমার বিশ্বাস পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

তাহলে সমস্ত ব্যাপারটার কি সিদ্ধান্ত দাঁড়াল? খুব সহজ বিষয়: যদিও অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে দর্শনের সাধারণ মতবাদ থেকে বিষয়টা একটু দূরে অবস্থিত। ঘটনা বা বাস্তব অস্তিত্বে সব বিশ্বাসই, স্মৃতি বা ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত নিছক কোন বস্তু এবং সেই বস্তু বা অন্য কোন বস্তুর রীতিগত বা সংস্কারমূলক সংযোগ (customary conjunction)-এর বিষয় থেকে উদ্ভূত। বা অন্য কথায়, অনেক দৃষ্টান্তে অগ্নিশিখা এবং উত্তাপ, বরফ এবং শৈত্য—এই ধরনের যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে নিয়ত সংযোগ পর্যবেক্ষণ করে, যদি অগ্নিশিখা অথবা বরফ নতুন করে ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থাপিত হয়, মন রীতি বা সংস্কারবশতঃ উত্তাপ অথবা শৈত্য প্রত্যাশা করে এবং বিশ্বাস করে যে এই রকম কোন গুণের অস্তিত্ব আছে যাকে আর একটু ভাল করে জানার চেষ্টা করলেই তা নিজেকে প্রকাশ করবেই। এই রকম অবস্থায় মনকে স্থাপন করার অনিবার্য পরিণতি হল এই বিশ্বাস। যখন আমরা এইরূপ অবস্থায় উপনীত হই তখন এটা আত্মার একটা ক্রিয়া যাকে এড়ান যায় না। যেমন উপকার পেলে আমরা অপরের প্রতি ভালবাসা অনুভব করি বা ক্ষতি হলে মনে ঘৃণার ভাব জাগে। এই সব ক্রিয়া হল এক ধরনের স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি, যা কোন যুক্তিতর্ক, চিন্তন প্রক্রিয়া এবং বোধশক্তির ক্রিয়া উৎপন্ন করতে পারে না বা বাধাও দিতে পারে না।

রীতি বা সংস্কারের প্রভাব

Scanned by CamScanner